ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫১৫৯
আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ডান পায়ের হাড় (ফিমার) ভেঙে যাওয়া রোগী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারে সুস্থ হয়ে উঠলেন

খোয়াই জেলার সিঙ্গিছড়াস্থিত শ্রীনগর পাড়ার ৪৫ বছর বয়সী এক বাসিন্দা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সহায়তায় খোয়াই জেলা হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। উল্লেখ্য, প্রায় ৫ থেকে ৬ বছর পূর্বে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে তার কোমর থেকে ডান পায়ের হাড় (ফিমার) ভেঙে যায়। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি এই জটিল সমস্যায় ভুগছিলেন। গত বছরের নভেম্বর মাসে তিনি খোয়াই জেলা হাসপাতালের অস্থি বহির্বিভাগে অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আমন দেববর্মার শরণাপন্ন হন। পরবর্তী সময়ে ডাঃ দেববর্মার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ খোয়াই জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রোগীর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ দেববর্মা গত ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তাঁর ডান পায়ের হাড় (ফিমার)-এ সফল অস্ত্রোপচার করেন। উল্লেখ্য, এই চিকিৎসার সমস্ত খরচ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় বহন করা হয়েছে। এই সফল অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে প্রায় এক মাস হাসপাতালে রেখে তাঁর শারীরিক অবস্থার নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। পাশাপাশি হাসপাতালের নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা ধাপে ধাপে তাঁকে নিজ পায়ে হাঁটা-চলায় সহায়তা করেন। বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ও স্বাভাবিকভাবে হাঁটা-চলা করতে পারার ফলে অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আমন দেববর্মা গত ৭ জানুয়ারি তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেন। ছুটি পাওয়ার পর রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনেরা জানান, দীর্ঘ সময় হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা তার খুব ভালো স্বাস্থ্যপরিষেবা দিয়েছেন ও যত্ন নিয়েছেন এবং নিয়মিত খোঁজ-খবর রেখেছেন। এজন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালের অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তিনি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভ করায় সরকারের উক্ত প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এই প্রকল্প না থাকলে এত ব্যয়বহুল চিকিৎসা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হতো না। তিনি এ জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে আন্তরিকধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

*****